নির্বাচনী ইশতেহার ১৯৯৬

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি

জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস

- বেগম খালেদা জিয়া

দেশের বাইরে আমাদের বন্ধু আছে, কোন প্রভু নাই

-বেগম খালেদা জিয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সাংবিধানিক-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা, আইনের শাসন এবং জনগণের ইচ্ছার সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে। বিএনপি মনে করে যে, বর্তমানে প্রতিযোগিতমূলক বিশ্ব ব্যবস্থায় একটি আধুনিক রাষ্ট্রে সরকারের দায়িত্ব কেবলমাত্র আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং গতানুগতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ নয়, বরং রাষ্ট্রীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা এবং জনগণের সামগ্রিক ও স্থায়ী কল্যাণসাধন এই দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ এই দায়িত্বের পরিধি বিস্তৃত করেছে এবং এক নতুন মাত্রা যোগ করার দাবি নিয়ে এসেছে। এই বহুমাত্রিক দায়িত্ব পালনের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে সময়ের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণভাবে গড়ে তোলার কোন বিকল্প নেই।

বিগত পাঁচ বছরে বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির যে মারাত্মক অবনতি হয়েছে, আত্মীয়করণ-দলীয়করণের সর্বগ্রাসী নীতি অনুসরণ করে যেভাবে ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে সার্বিক প্রশাসনিক কাঠামো, তাতে সন্ত্রাস দমন, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার, দুর্নীতি দূরীকরণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি, জলাবদ্ধতা ও যানজট সমস্যার সমাধান, কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ প্রভৃতিকে অগ্রাধিকার সময়ের দাবি।

এই বিশ্বাস ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে আমরা ঘোষণা করছি যে–

আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা:

আল্লাহর মেহেরবানিতে সরকার গঠনে সক্ষম হলে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের প্রথম কাজ হবে দলমত নির্বিশেষে সকলের সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে জনগণের জান-মাল ও সম্ভ্রম নিশ্চত করা এবং দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। সেই লক্ষ্যে আমরা যে কোন মূল্যে দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনব ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করব। হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ছিনতাই ও ধর্ষণের মত অপরাধ দমন করে আমরা দেশকে মানুষের বসবাসযোগ্য করে গড়ে তুলবো ইনশাল্লাহ।

এই লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহ এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করে যথার্থই প্রশিক্ষিত, যোগ্য, শক্তিশালী ও কার্যকর করা হবে। এদের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। ন্যূনতম সময়ের মধ্যে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করা হবে এবং অস্ত্র সরবরাহের সকল উৎস বন্ধ করা হবে। অপরাধ দমন ও অপরাধীদের শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে আইন চলবে নিজস্ব ও স্বাভাবিক গতিতে। প্রচলিত আইন অনুযায়ী থানায় এজাহার নেয়া নিশ্চিত করা হবে এবং এ ব্যাপারে কোন প্রকার প্রভাব কিংবা সুপারিশের প্রয়োজন হবে না। নারী ও শিশু নির্যাতন, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ, চাঁদাবাজি ইত্যাদি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং সন্ত্রাসী বিচার ও শাস্তি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য প্রত্যেক জেলায় বিশেষ আদালত স্থাপন করা হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করা হবে।

সমাজের সকল স্তরে জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে প্রচলিত আইনের সংস্কার করা হবে এবং পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে সময়াপযোগী ও অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে এবং প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহকে জনগণকে শাসন করার জন্য নয়, সেবা করার জন্য কাজে লাগানো হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা, সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সমপর্যায়ের সকলের সম্পদের হিসাব গ্রহণ ও প্রকাশ করা হবে।

দুর্নীতি দমন:

রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে বিদ্যমান সীমাহীন দুর্নীতির অবসান ঘটানো ছাড়া উন্নয়ন ও জনকল্যাণের কোন প্রয়াসই সফল হবে না। বিএনপি তাই দুর্নীতির মূলোৎপাটনের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবে। এই লক্ষ্যে–

দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে। দুর্নীতি দমন বিভাগকে পুনর্গঠন করে দুর্নীতি দমন কমিশন নামে একটি সাংবিধানিকভাবে স্বাধীন স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে। রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সকল প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। এসব ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করা হবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিসহ সরকারের প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও সমপর্যায়ের সকল ব্যক্তির সম্পদের হিসাব গ্রহণ ও প্রকাশ করা হবে।

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা:

বিদ্যুৎ সেক্টরের মারাত্মক অব্যবস্থা ও সীমাহীন দুর্নীতির কারণে বিগত পাঁচ বছর জনগণ যে চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছে এবং দেশের শিল্প-কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়ে জাতি যে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে তার দ্রুত অবসানের লক্ষ্যে বিএনপি নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করবে:

'সকলের জন্য বিদ্যুৎ' প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যুৎ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করা হবে। এই লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

যুক্তিসংগত মূল্যে নির্ভরযোগ্য ও উন্নতমানের বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ সেক্টরের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে এবং ব্যবস্থাপনার দিক থেকে তাকে প্রতিযোগিতামূলক ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা হবে।

'সিস্টেম লস' কমিয়ে আনা হবে এবং বিদ্যুৎ বিল আদায় ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করা হবে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, ভারসাম্যতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বিদ্যুৎ সেক্টরের সংস্কার (রিফর্ম) করা হবে। প্রতিটি গ্রামকে বিদ্যুতায়িত করার লক্ষ্যে ১৯৭৮ সালে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের কর্মী বাহিনীকে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করা হবে।

সরকারি ও বেসরকারি খাতে টার্গেটভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ত্বরান্বিত করা হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিশেষ করে শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ও অন্যান্য উপাসনালয়ের বিদ্যুৎ বিল মওকুফের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে।

প্রশাসন ও ন্যায় বিচার:

দেশের প্রশাসন ও বিচার বিভাগকে যথেচ্ছভাবে দলীয় এবং আত্মীয়করণ করার ফলে এসব প্রতিষ্ঠানের নিরপেক্ষতা, মর্যাদা এবং সামর্থ্য ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। এর বিষময় ফল ভোগ করতে হচ্ছে দেশ ও দেশের জনগণকে। এই অবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএনপি ঘোষণা করছে যে দেশের সংবিধানে বর্ণিত চার মূলনীতি– সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার- সমুন্নত রাখা হবে এবং সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহত করা হবে। ইসলাম ধর্মের পরিপন্থি কোন আইন প্রণয়ন করা হবে না।

প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে ন্যায়বিচার ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বিচার বিভাগে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের মাপকাঠি হবে মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা।

রাষ্ট্রীয় সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

আইনের শাসন নিরঙ্কুশ করার জন্য বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হবে এবং বিচার বিভাপগের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করা হবে।

অবাধ তথ্য প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য সরকারি রেডিও ও টেলিভিশনকে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণমুক্ত করে যথার্থই স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। বেসরকারি উদ্যেগে দায়িত্বশীল রেডিও-টিভি প্রতিষ্ঠা ও সংবাদপত্র প্রকাশে উৎসাহ দেয়া হবে।

প্রশাসনের সর্বস্তরে জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা এবং সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ড ও সেবার গুণগত মান উন্নয়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য কর্মজীবন পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ ও পদোন্নতির সুসমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সেবার মূল্যায়ন ও যথাযোগ্য মর্যাদা নিশ্চিত করা হবে এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির সাথে সংগতিপূর্ণ বেতন ভাতা নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে পে-কমিশন গঠন করা হবে।

আওয়ামী আমলে সরকারি কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি-দাওয়া আদায়ের আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে যেসব কর্মচারীকে অন্যায়ভাবে চাকুরিচ্যুত করা হয়েছে তাদের আপিল কেসগুলো বিবেচনা/পুনঃবিবেচনা করে যথাযথ সিদ্ধান্ত দেয়া হবে।

বিগত বিএনপি সরকারের আমলে যেভাবে পদবি পরিবর্তন করে সচিবালয়ের কিছু কিছু পদের মর্যাদাশীল নামকরণ করা হয়, একইভাবে সচিবালয়ের বাইরের সমপর্য়ায়ের পদসমূহেরও নামকরণ করা হবে।

সরকারি চাকুরির বিভিন্ন স্তরে পদোন্নতি ত্বরান্বিত করা হবে এবং আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে যারা রাজনৈতিক কারণে পদোন্নতি লাভে ব্যর্থ হয়েছে বা হয়রানির শিকার হয়েছে তাদের ‘কেস’ পুনর্বিবেচনা করা হবে।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করা, আর্থিক দৈন্যতা নিরসন এবং যুদ্ধাহত, দুঃস্থ ও অসহায় মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবারের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য ও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও দুর্যোগ মোকাবেলার মত জাতীয় তৎপরাতায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পৃথক মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা কবে।

বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশীদের গণতান্ত্রিক অধিকার, বিনিয়োগের সহজ ব্যবস্থা, তাদের স্বার্থরক্ষা ও কল্যাণের জন্য পৃথক বিভাগ/মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

প্রশাসনকে গতিশীল করে জনগণের আরো কাছে নিয়ে যাওয়া এবং জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশে প্রশাসনিক বিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত দেশপ্রেমিক প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহকে ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে আরও দক্ষ, আধুনিক, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আবদ্ধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতি:

বাংলাদেশের জাতীয় স্বাধীনতা, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতা সর্বশক্তি দিয়ে লক্ষ করা হবে।

মাতৃভূমির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত দেশপ্রমিক প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহকে ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার নিরিখে আরও দক্ষ, আধুনিক, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আরদ্ধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

বিডিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীকে আরও উন্নতমানের প্রশিক্ষণ ও সংগঠনের মাধ্যমে সুশৃঙ্খল ও সুদক্ষ বাহিনীরূপে গড়ে তোলা হবে। সেই সঙ্গে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতিষ্ঠিত গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আরও অধিক সংখ্যক পুরুষ ও মহিলা সদস্য নিয়োগ ও যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সম্প্রসারিত করা হবে। এই উভয় সংগঠনকে স্থানীয় ও জাতীয় নিরাপত্তা উন্নয়ন ও দেশগড়ার বিভিন্ন কর্মসূচিতে কার্যকরভাবে নিয়োজিত করা হবে।

জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ এবং সকল রাষ্ট্রের সাথে সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে সহযোগিতামূলক বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে।

বিএনপি এতদঞ্চলের সকল দেশ, বিশেষ করে নিকট প্রতিবেশীদের সঙ্গে ফলপ্রসূ ও পারস্পরিকভাবে লাভজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাবে এবং মৃসলিম দেশসমূহের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করবে।

সীমান্ত সমস্যা, আর্ন্তজাতিক নদীসমূহের পানির হিস্যা, সীমান্তপথে চোরাচালান, অপরাধ ও সন্ত্রাসসহ সকল বিতর্কিত বিষয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দ্বিপাক্ষিক ভিত্তিতে সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হবে। বিএনপি এতদ্বঞ্চলের শান্তি ও ঐক্য এবং সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের স্বাধীনতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ কার্যকলাপ সংগঠিত হতে দেবে না।

সার্ক, ওআইসি ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনকে শক্তিশালী করার নীতি অনুসরণ করা হবে। দারিদ্র্য বিমোচন বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা। বিশ্বায়নের এই যুগে দেশের স্বার্থ সর্বত্রভাবে সংরক্ষিত করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সহযোগিতার বন্ধন গড়ে তোলা বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য। এই লক্ষ্যেই শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সার্ক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আঞ্চলিক সহযোগিতার একটি অর্থবহ ও বহুমাত্রিক ফোরাম হিসেবে সার্ক-এর পুনরুজ্জীবনের দরকার।

একটি স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নই হবে বিএনপি অনুসৃত বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির আসল চালিকা শক্তি।

কোন রাষ্ট্রকে সামরিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের স্থল, জলপথ, সমুদ্রসীমা ও আকাশ ব্যবহার করতে দেয়া হবে না।

গঙ্গা ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক নদীর পানি সমস্যার ন্যায্য ও স্থায়ী সমাধানের জন্য সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হবে। ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত এতদসংক্রান্ত চুক্তি পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।

আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অনুসরণ করা হবে। বিশ্বের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের নিরাপত্তা বিধান এবং জাতিসংঘের কাঠামোগত সংস্কার সাধনের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হবে। বর্ণবাদ ও জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সোচ্চার থেকে প্রতিটি জাতিসত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখা হবে। বিশ্বশান্তি রক্ষায় অবিচলভাবে

কাজ করা হবে। জাতিসংঘের আহ্বানে শান্তিরক্ষার কাজে বিশ্বের যেকোন স্থানে প্রতিরক্ষা বাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের প্রেরণের নীতি অব্যাহত থাকবে।

'আসিয়ান'সহ আমাদের নিকট ও নিকটবর্তী অঞ্চলের আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর সাথে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

গ্রাম সরকার ব্যবস্থা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটি যুগান্তকারী অবদান। স্থানীয় শাসনকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং গ্রাম পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রাম সরকার ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা এবং বেগবান করা হবে।

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক ও পুঁজি বাজার নিশ্চিত করা হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পুঁজি বাজার ধ্বংসের কারণ তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে, ভবিষ্যতে যাতে এরূপ বিপর্যয় না ঘটে তার জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা:

বিএনপি প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রশাসেনর সকল পর্যায় ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিশ্চিত করার নীতিতে বিশ্বাসী। এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা ঘোষণা করছি যে–

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ গঠন এবং পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেগুলিকে সকল উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ইউনিয়ন পরিষদসমূহকে অধিকতর কর্মক্ষম, গতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থানীয় সংস্থার পর্যায়ে উন্নীত করার বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গ্রাম সরকার ব্যবস্থা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের একটি যুগান্তকারী অবদান। স্থানীয় শাসনকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া এবং গ্রাম পর্যায়ে যোগ্য নেতৃত্ব সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রাম সরকার ব্যবস্থাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠা এবং বেগবান করা হবে।

অর্থনৈতিক কর্মসূচি:

দারিদ্র্য বিমোচন এবং জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য সামনে রেখেই বিএনপি'র অর্থনৈতিক কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে। শ্রমঘন শিল্প বিকাশ, দ্রুততম সময়ে বর্ধিত হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টি এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমূলক কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানবসম্পদের উন্নয়ন এই কর্মসূচিতে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। আমরা চাই পরিকল্পনা প্রণয়নে তৃণমূল পর্যায় থেকে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে, উন্নয়নের মূল ধারায় নারী সমাজকে সম্পৃক্ত করতে, শিশু-কিশোরদের অধিকার সংরক্ষণ করতে, পরিবেশের উন্নয়নসহ টেকসই উন্নয়ন উৎসাহিত করতে এবং বিজ্ঞান ও গবেষণা কর্মসূচির উন্নয়ন সাধন করতে। উরুগুয়ে রাউন্ডের পর বিশ্বব্যাপী যে অবাধ বাণিজ্য-নীতি অনুসৃত হচ্ছে এবং তা থেকে পণ্যমান ও উৎপাদন ব্যয়ের যে তীব্র প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়েছে, জাতীয় স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে সেই প্রতিযোগিতার সঙ্গে সফলভাবে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য সামনে রেখে সাবধানতার সাথে অর্থনৈতিক কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে।

বিএনপি মনে করে যে, স্বনির্ভর অর্থনীতি রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের সুদৃঢ় ভিত্তি। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিই খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বাসস্থানের মত জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা দিতে পারে। রাষ্ট্র পরিচালনায় বিএনপির লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করা।

জনসংখ্যাঘন ও সম্পদবিরল বাংলাদেশের সব চাইতে বড় সমস্যা হচ্ছে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য। আর দারিদ্র্য নিরসনের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান। তার জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন

শ্রমঘন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করে বিস্তৃতভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, জনগণকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করা এবং পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঋণদান ব্যবস্থা বিস্তৃত করে তাদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত করা।

এই লক্ষ্যে আমাদের অঙ্গীকার নিম্নরূপ:

নীতি ও সংস্কার:

জনগণের অংশীদারিত্বমূলক প্রেক্ষিত পরিকল্পনাসহ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম সরকার ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ঊর্ধ্বমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত হবে।

বিএনপি তার আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচিকে আরো ব্যাপক ও গুণগতভাবে সম্প্রসারিত করবে।

বিএনপি উদার ও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। তাই মুক্তবাজার অর্থনীতির সুষ্ঠু বিকাশ এবং তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বিএনপি সংস্কার কর্মসূচিকে আরো ব্যাপক ও গভীর করবে। একই সাথে এই নীতির আনাড়ি ও যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণহীন প্রয়োগের ফলে দেশী শিল্পের ভিত্তি ও বিকাশ যাতে বিঘ্নিত এবং কর্মসংস্থান সংকুচিত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

রাষ্ট্রীয় খাতের শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে লাভজনক করার সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দেশী ও বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল উৎস। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট করার জন্য সময়োপযোগী নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করা হবে এবং সহায়ক অন্যান্য সার্ভিস নিশ্চিত করা হবে। নিয়ন্ত্রণমূলক বিধিনিষেধ যথাসম্ভব প্রত্যাহার করা হবে ও

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন করা হবে। সকল অর্থনৈতিক লেন-দেনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করা হবে।

আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক ও পুঁজি বাজার নিশ্চিত করা হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে পুঁজিবাজার ধ্বংসের কারণ তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে, ভবিষ্যতে যাতে এরূপ বিপর্যয় না ঘটে তার জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে জনগণের জন্য একটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বাধিক ও সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক দ্রুত সম্পন্ন করার উপযোগী প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্র দারিদ্র্য দূরীকরণ, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ, নারী সমাজের উন্নয়ন, কৃষি, যোগাযোগ, পল্লী উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ ও গবেষণা খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

জাতীয় স্বার্থ ও প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যহীন বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করা হবে না।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করা হবে এবং জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমকে উৎসাহিত করা হবে।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে অনুৎপাদনশীল ব্যয় হ্রাস এবং অপচয় রোধ করে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি করা হবে। সকল ক্ষেত্রে সঞ্চয়কে উৎসাহ দান করা হবে।

বিনিয়োগ:

বৈদেশিক বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে। বিশেষ করে রেলপথ, সড়কপথ, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, অভ্যন্তরীণ নৌ-চলাচল ও বন্দর উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রাধান্য পাবে।

শিল্প ও বাণিজ্যে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ পুঁজি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসন করে বিনিয়োগে হয়রানি বন্ধ করা হবে। দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির হাত থেকে বিনিয়োগকারীদের মুক্ত রাখার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিনিয়োগ বোর্ডে 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস'কে যথার্থই কার্যকর হবে যাতে শিল্পোদ্যেক্তাগণকে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ভূমি সংগ্রহ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি ও টেলিফোন সংযোগ লাভ করতে কোন প্রকার জটিলতার সম্মুখীন হতে না হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পূর্ণ অবকাঠামো সুবিধাসমৃদ্ধ 'রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল' এবং 'ক্ষুদ্র শিল্প নগরী' গড়ে তোলা হবে। বিনিয়োগকারীদের মুনাফা নিশ্চিত করার জন্য উৎপাদন শুরু হওয়ার পরবর্তী পাঁচ বছর আয়কর রেয়াত দেয়া হবে।

বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীগণকে দেশে শিল্প ও বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার এবং অতিরিক্ত সুবিধা দেয়া হবে। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় ও ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণে তাদেরকে উৎসাহদানের জন্য বিশেষ সুবিধা ও অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং আমদানি বিকল্প পণ্য উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী ব্যক্তি ও গ্রুপকে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ ও যন্ত্রাংশ উৎপাদন এবং আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক রেয়াত দেয়া হবে।

সমবায়ীদের বিনিয়োগ প্রয়াসে সর্বাত্মক সরকারি সহায়তা প্রদান করা হবে। আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা ছাড়াও শুল্ক ও কর রেয়াতের সুবিধা দেয়া হবে। একই ধরনের সহায়তা দেয়া হবে

গোল্ডেন হ্যান্ডশেক কর্মসূচির আওতায় কর্মহীন কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিক কিংবা বিনিয়োগের জন্য গঠিত তাদের গ্রুপকে।

যমুনা সেতুর পূর্বপাড়ে রেল যোগাযোগ ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। যমুনা সেতু ব্যবহারের চার্জ যুক্তিসংগত পর্যায়ে ধার্য করে জনগণের যাতায়াত ও পণ্য চলাচলের জন্য তা সুগম করা হবে। সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ও বিস্তৃত করার জন্য পদ্মা, ভৈরবের নিকট মেঘনা, রূপসা, কর্ণফুলী ও শীতলক্ষ্যাসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হবে।

অবকাঠামো উন্নয়ন:

যোগাযোগ:

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভূ-অঞ্চল পরিবেষ্টিত নেপাল-ভুটান ও সমুদ্র উপকূলের মধ্যে সেতুবন্ধন স্থাপনকারী হওয়ার সুবাদে বাংলাদেশের একটি অপূর্ব অবস্থানগত সুবিধা রয়েছে। এতদঞ্চলে পর্যাপ্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রভূত পরিমাণ জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই সুবিধাকে পুরোপুরি কাজে লাগানো হবে।

সড়ক-রেল-নৌ ও বিমান যোগাযোগ ও টেলিযোগাযোগ, বন্দর এবং সেতু নির্মাণের মত অবকাঠামোগত উন্নয়নে পর্যাপ্ত ব্যয় বরাদ্দ করা হবে।

রাজধানীর সঙ্গে দেশের প্রতিটি থানার এবং প্রতিটি থানার সঙ্গে প্রতিটি ইউনিয়ন ও গ্রামের উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।

দেশের নদ-নদীসমূহ ভাঙ্গন রোধ ও নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত ড্রেজিংসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

উপকূলবর্তী ও দীপাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানা খাতে নৌ পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত করা হবে।

যমুনা সেতুর পূর্বপাড়ে রেল যোগাযোগ ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

যমুনা সেতু ব্যবহারের চার্জ যুক্তিসংগত পর্যায়ে ধার্য করে জনগণের যাতায়াত ও পণ্য চলাচলের জন্য তা সুগম করা হবে।

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ও বিস্তৃত করার জন্য পদ্মা, ভৈরবের নিকট মেঘনা, রূপসা, কর্ণফুলী ও শীতলক্ষ্যাসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করা হবে।

রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে গ্রেটার ঢাকা ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজমেন্ট অথরিটি প্রতিষ্ঠা এবং এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমন্বিত ও পরিবেশ সহায়ক পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি সাধন করা হবে।

রাজধানী ঢাকায় ফ্লাইওভার নির্মাণ, মনোরেল চালু, বাইপাস রোড এবং সার্কুলার রেল ও সড়ক নির্মাণ করে যানজট সমস্যার সমাধান করা হবে।

পুরাতন রেল স্টেশন, রেল লাইন, ইঞ্জিন ও বগি সংস্কার ও ব্রডগেজ লাইন বিস্তৃত করে রেল ব্যবস্থাকে একটি যথার্থই সেবাধর্মী ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

নদী ও সমুদ্র বন্দরসমূহকে উন্নত ও দক্ষ করে গড়ে তোলা হবে। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের অবকাঠামোর উন্নতি সাধন করে বন্দরের কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে, যাতে দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে উভয় বন্দর যথাযথ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়।

অবকাঠামো ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের দক্ষতা ও সেবার মান বৃদ্ধি করা কবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিমানবন্দর স্থাপন ও বিমান চলাচলের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস:

সারা দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ ও নিয়মিত বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অবিলম্বে দেশের উত্তরাঞ্চলে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের মাধ্যমে শিল্পায়ন ও কৃষি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হবে।

অনুন্নত ও প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির ত্বরিত উন্নয়নের লক্ষ্যে ঐসব অঞ্চলে বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহসহ অবকাঠামো নির্মাণ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপনে উৎসাহদান এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করা হবে।

ন্যূনতম সময়ের মধ্যে সকল নাগরিকের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং সারা দেশে সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

গৃহায়ন:

শহর ও গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য স্বল্প ব্যয়ে গৃহসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারি কর্মচারী ও শহরের মধ্যবিত্তদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হবে।

রাজধানীর ওপর জনসংখ্যার চাপ রোধ ও হ্রাস করার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে দেশের ছোট ও মাঝারি শহর উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। রাজধানীর আশেপাশের শহর উন্নয়ন ও যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ, সুলভ, নিয়মিত ও দ্রুত করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ভূমিহীন ও গৃহহীন দুঃস্থ মানুষদের জন্য সরকারি উদ্যেগে স্বাস্থ্যসম্মত আবাস,শিক্ষা চিকিৎসা ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সম্বলিত 'অধিকার' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। এ ব্যাপারে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।

রাজধানীসহ বড় বড় শহরের বস্তিবাসীদের জীবনযাপনের মানোন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে সমন্বিত গৃহায়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা প্রকল্প -পরিবেশ বাংলা' বাস্তবায়ন করা হবে।

বিএনপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ ও সার্বিক সহায়তা দান এবং ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। পাশাপাশি বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

টেলিযোগাযোগ:

টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো আধুনিক, বহুমুখী, সহজলভ্য ও ব্যাপকভিত্তিক করে অধিকসংখ্যক জনগণকে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের আওতায় আনা হবে। সেই সঙ্গে ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো সুলভ ও সম্প্রসারিত করা হবে।

মেবাইল ফোন চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সড়ক পরিবহন:

'জনগণের জন্য সড়ক পরিবহন' এই নীতিমালার ভিত্তিতে সড়ক পরিবহন নীতি প্রণয়ন করা হবে।

সড়ক পরিবহন সেক্টরে বিরাজমান সকল ধরনের হয়রানি বন্ধ করে সেবার মান উন্নয়নের জন্য বিআরটিএ কর্তৃপক্ষকে গণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সড়ক দুর্ঘটনা হ্রাসের লক্ষ্যে ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে ড্রাইভারদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হবে।

সড়ক দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের বীমার ক্ষতিপূরণ স্বল্পসময়ে পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পর্যটন:

অবসর বিনোদন এবং বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য পর্যটন শিল্পের দ্রুত বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে দেশী-বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা হবে। সুন্দরবন, সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও দেশের উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন স্থানে সরকারি ও বেসরকারি খাতে পর্যটন সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হবে।

কর্মসংস্থান ও বেকার সমস্যা নিরসন:

সাধারণ বিবেচনায় বিপুল জনসংখ্যা দেশের জন্য একটি বড় সমস্যা। অথচ এই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করা গেলে তা সম্পদ হিসেবে পরিণত হবে। এই জনসম্পদ জাতীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। বিএনপি মনে করে যে, দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য লাভজনক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রর দায়িত্ব। একই সাথে দেশের ভূমিহীন, বিত্তহীন দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিরাজমান দারিদ্র ও হতাশা দূর করার জন্যও কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করার কোন বিকল্প নেই। বিএনপি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, উপযুক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ ও সার্বিক সহায়তা দান এবং ব্যাপক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে

প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব। পাশাপাশি বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া এবং বিদেশে কাজ করতে আগ্রহীদের পরিকল্পিতভাবে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের সকল দূতাবাস ও মিশনকে কাজে লাগানো হবে।

বন্ধ শিল্পসমূহ যথাসম্ভব সংস্কার ও আধুনিকায়ন করে পুনরায় চালু করা, দেশের তাঁত শিল্পকে সহায়তা দিয়ে লাভজনক করা, অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানিতে উৎসাহ দান এবং সীমান্তে অবাধ চোরাচালান কঠোরভাবে বন্ধ করে জাতীয় শিল্প-বাণিজ্যকে অসম-প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে কর্মরক্ষা ও নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। এসব বিবেচনাকে সামনে রেখে বিএনপি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি হিসেবে যা গ্রহণ করবে তার মধ্যে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সেবা ও নির্মাণ খাতকে সম্প্রসারিত করা হবে এবং এ ব্যাপারে বেসরকারি উদ্যোক্তাদেরকে উৎসাহিত করা হবে।

প্রাথমিকভাবে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য অদক্ষ ও অর্ধদক্ষ শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থান বাড়ে এমন শ্রমঘন প্রযুক্তির ব্যবহারকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

শিক্ষিত ও বেকারদের কর্মসংস্থান হতে পারে এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। যুবসমাজকে স্বল্প ব্যয়ে/ বিনামূল্যে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সহজ শর্তে ঋণদানের মাধ্যমে পুঁজি যোগান কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হবে।

আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্পে যুবসমাজকে উৎসাহিত করার জন্য বিনা জামানতে ঋণদান কর্মসূচি জোরদার করা হবে।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যবসা বাণিজ্য, কর্মসংস্থান ও যোগাযোগে উন্নতি সাধনের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি (ইনফরমেশন টেকনোলজি) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

বিদেশে দক্ষ, অর্ধদক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের ব্যাপক হারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জনশক্তি রপ্তানির ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

বিদেশে শ্রম চাহিদার তথ্যের ভিত্তিতে এবং সরকারি ও বেসরকারি খাতের চাহিদা অনুসারে দক্ষ ও স্বল্পদক্ষ শ্রমশক্তি গড়ে তোলা হবে।

বিভিন্ন পেশায় শিক্ষিত ও দক্ষ ব্যক্তি যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী, বিজ্ঞানীদের স্বকর্মসংস্থানের জন্য তফসিলি ব্যাংকসমূহে পৃথক প্রকল্প প্রণয়ন এবং পেশাজীবীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

সরকারি ও বেসরকারি খাতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি জোরদার করা হবে।

বিদেশী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদেশী ভাষা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিক্ষা:

বিএনপি অতীতের মতো আগামীতেও শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবে। ভবিষ্যতে জাতীয় বাজেটসমূহে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হবে এবং বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। পরীক্ষায় নকল বন্ধ করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়া হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানচর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাস, দুর্নীতি ও অনাচারমুক্ত করা হবে।

শিক্ষা ব্যবস্থা আরো আধুনিকীকরণ করা হবে। স্কুল পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ ও শিক্ষকদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার কর্মসূচি আরো জোরদার করা হবে।

উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সেশন-জট রোধে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ স্থাপনে সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ এবং বেসরকারি উদ্যোগকে অগ্রাধিকার ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকমণ্ডলীর জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির জন্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সেন্টার অফ এক্সেলেন্স গড়ে তোলা হবে।

দরিদ্র পরিবারের শিশুদের শিক্ষার আওতায় আনার লক্ষ্যে বিগত বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ‘শিক্ষার জন্য খাদ্য’ কর্মসূচিকে অধিকতর অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে আরো সম্প্রসারণ করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে আরো শক্তিশালী করা হবে। সকল বেসরকারি প্রাইমারি স্কুল সরকারি করা হবে। প্রাইমারি বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য (সরকারি-বেসরকারি) দূর করা হবে।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা এবং কলেজ শিক্ষক/কর্মচারীদের সরকারি অনুদানের পরিমাণ ১০০% করা হবে। বেসরকারি শিক্ষকদের অবসরগ্রহণকালে গ্র্যাচুইটি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মসজিদভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক শিশু ও বয়স্ক শিক্ষা উৎসাহিত করা হবে। বয়স্ক শিক্ষা ও গণশিক্ষা কর্মসূচি জোরদার করা হবে। সর্বস্তরে কম্পিউটার প্রশিক্ষণসহ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কারিগরি ও

বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে। মেয়েদের জন্য দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ফ্রি করা হবে। বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত উপবৃত্তি প্রদান কর্মসূচি সম্প্রসারিত করা হবে।

স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী করা হবে এবং ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে ধর্মশিক্ষার ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

সময়মতো পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

শিক্ষক-কর্মচারীদের সমস্যাদির যুক্তিসংগত সমাধান করা হবে।

খেলাধুলার উন্নয়ন:

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশের যুব ও কিশোর সমাজের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো দেশের খেলাধুলার মানোন্নয়নের জন্য নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে রাজধানী ছাড়াও বিভাগ, জেলা ও থানা পর্যায়ে তরুণদেরকে খেলাধুলার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশে স্টেডিয়াম নির্মাণ, ক্রীড়াসামগ্রী বিতরণ ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

সেই ধারাবাহিকতায় খেলাধুলার জগতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে বিএনপি অঙ্গীকারবদ্ধ। বিগত পাঁচ বছরে অর্থের অপচয়, বিদেশ ভ্রমণ ও ঢাকঢোল পেটানো হয়েছে যতখানি, খেলাধুলার সত্যিকারের মানোন্নয়ন সে তুলনায় হয়েছে অতি সামান্য। বরং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় লজ্জাজনক ব্যর্থতা জাতির মুখে কলঙ্ক লেপন করেছে।

বিএনপি অঙ্গীকার করছে যে:

প্রত্যেকটি প্রধান ও সম্ভাবনাময় খেলায় উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ক্রিকেটের উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক বিভাগীয় সদরে একটি ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে কোচিং সেন্টার গড়ে তোলা হবে। প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বিদেশে কোচিংয়ের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বিভিন্ন খেলায় সম্ভাবনাময় তরুণ খেলোয়াড়দের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

'সুস্থ দেহে সুন্দর মন'– এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর জীবন গড়ার উদ্দেশে প্রাইমারি পর্যায় থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলাকে পাঠ্যতালিকায় যথাযথ গুরুত্বসহকারে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রচুর সংখ্যক আই. টি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলে দেশকে আই.টি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।

আই. টি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় যথাযথ গুরুত্ব ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি পৃথক তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

টেলি যোগাযোগকে সহজলভ্য ও সুলভ করে তথ্যপ্রযুক্তিকে সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে।

আই. টি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পর্যায় থেকে সুপরিকল্পিতভাবে তথ্য প্রযুক্তি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির অধিকার:

বিজ্ঞান:

বিজ্ঞান ও কারিগরি উৎকর্ষের এই যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের জন্য বিএনপি সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ ও ব্যবস্থা নেবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নে সক্ষম ও আগ্রহীগণ যাতে দেশেই তাদের মেধা ও প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ পান সেজন্য জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করা হবে। স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে।

তথ্য প্রযুক্তির অগ্রাধিকার:

বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিবেচনায় তথ্য প্রযুক্তিকে সকল উন্নয়নের বাহন হিসেবে ব্যবহারের লক্ষ্যে এর যথাযথ উন্নয়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। তৃণমূল পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রতি উপজেলায় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে উন্নতমানের তথ্য প্রযুক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতদ্ব্যতীত এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ খাতের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অন্যান্য পদক্ষেপের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলোও গ্রহণ করা হবে:

ফাইবার অপটিক সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ইনফরমেশন হাইওয়েতে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বাংলাদেশের জন্য একটি ডোমেইন নাম প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ আইটি কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি ইন্টারনেট পল্লী গড়ে তোলা হবে।

বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ যাতে আই. টি খাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করতে উৎসাহী বোধ করেন সে উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। সেই সঙ্গে এই খাতের বিনিয়োগে প্রবাশী বাংলাদেশীগণকে উৎসাহিত করা হবে।

প্রচুর সংখ্যক আই. টি ইন্ডাষ্ট্রি গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলে দেশকে আই. টি নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হবে।

আই. টি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় যথাযথ গুরুত্ব ও দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদনের লক্ষ্যে একটি পৃথক তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হবে।

টেলি যোগাযোগকে সহজলভ্য ও সুলভ করে তথ্য প্রযুক্তিকে সকলের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হবে।

আই. টি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রাইমারি ও মাধ্যমিক পর্যায় থেকে সুপরিকল্পিতভাবে তথ্য প্রযুক্তি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সেই সঙ্গে দূরশিক্ষণ ব্যবস্থায় আই. টি বিষয়ে সার্টিফিকেট/ ডিপ্লোমা কোর্স চালু করা হবে।

মহিলাদের উপর সামাজিক ও পারিবারিক নির্যাতন বন্ধের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তার দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। নির্যাতিত ও দুস্থ মহিলাদের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। যৌতুকবিরোধী আইন আরো সুনিদিষ্টভাবে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নারী সমাজ:

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। কিন্তু যুগ যুগ ধরে তারা তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ রয়ে গেছেন। জনসংখ্যার অর্ধেক অংশকে শিক্ষাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন ও পরনির্ভরশীল রেখে কোন জাতি সার্বিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করতে পারে না। নারী সমাজকে তাদের যথার্থ সামাজিক অবস্থান ও মহৎ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এ অবস্থা চলতে দেয়া উচিত নয়। নারীসমাজের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অতীতে সরকার পরিচালনাকালে বিএনপি অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা ঘোষণা করছি যে,

সংসদে নারীদের আরো কার্যকরী ভূমিকা পালন ও ক্ষমতায়নের জন্য তাদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং মহিলা আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের প্রত্যেকটি কন্যা সন্তানের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা এবং উপবৃত্তি পৌর এলাকাসহ সারাদেশে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে।

দেশের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারী সমাজকে আরো অধিকভাবে সম্পৃক্ত করার এবং নারী সমাজের ক্ষমতায়নের জন্য সহজ শর্তে ব্যাপক ঋণদান ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

সরকারি চাকুরিতে মহিলাদের নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা হবে। সক্ষম বিধবা ও অর্থনৈতিকভাবে সহায়তাহীন মহিলাদের শিক্ষা, দক্ষতা ও যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বয়স্ক মহিলাদের জন্য শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হবে।

গ্রামীণ মহিলাদের জন্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ ও কৃষিকাজ সংক্রান্ত এবং বৃত্তিগত প্রশিক্ষণদানের ব্যবস্থা করা হবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা, চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম এবং সমাজকল্যাণ বিভাগসহ গ্রাম এলাকায় লভ্য বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রামীণ শিক্ষিত মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কর্মজীবী মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ সরকারি তদারকি ব্যবস্থা নেয়া হবে। কর্মজীবী মহিলাদের জন্য পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন শহরে হোস্টেলের সুবিধা সম্প্রসারণ করা হবে।

মহিলাদের উপর সামাজিক ও পারিবারিক নির্যাতন বন্ধের জন্য কঠোর আইন প্রণয়ন এবং তার দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। নির্যাতিত ও দুস্থ মহিলাদের জন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। যৌতুকবিরোধী আইন আরো সুনির্দিষ্টভাবে প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নারী ও শিশু নির্যাতনবিরোধী আইনগুলি সমন্বিত করে আরো দৃঢ়ভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

এখনো দেশে মেয়েরা এসিড নিক্ষেপের মতো বর্বরতার শিকার হচ্ছে। এই জঘন্য অপরাধের জন্য দায়ী কোন অপরাধী যেন আইনের হাত থেকে রক্ষা না পায় তা নিশ্চিত করা হবে এবং বাজারে এসিড বিক্রির উপর যথাযথ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে।

নারী ও শিশু পাচার রোধ করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণসহ কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নারী এবং পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রসূতি মৃত্যুর হার পর্যায়ক্রমে কমিয়ে আনার জন্য সকল উদ্যোগ ও ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে।

দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণদান ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে।

শিশু অধিকার:

দেশের ভবিষ্যৎ আমাদের সন্তানেরা। শিশুরা আমাদের জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ। তাদেরকে সুস্থ, সবল ও শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। কারণ তাদের হাতেই গড়ে উঠবে আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বিএনপি ‘সবার আগে শিশু’ ও ‘শিশুদের জন্য হাঁ বলুন’ বিশ্বব্যাপী এই অঙ্গীকারকে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। বিএনপি ঘোষণা করছে যে,

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি আরো জোরদার করা হবে।

শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শিশুদের মধ্যে অপুষ্টি কমিয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সকল শিশুর জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

যথাশীঘ্র সম্ভব শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো হবে। সেই লক্ষ্যে কর্মজীবী শিশু, পথশিশু, দুঃস্থ ও ভাগ্যহত শিশু প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা নেয়া হবে। শিশু নির্যাতন বিরোধী আইনসমূহ সমন্বিত করে আরও দৃঢ়ভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

কৃষি উপকরণসমূহ যথা– সার, উন্নত বীজ, সেচ যন্ত্র, কীটনাশক ইত্যাদির সরবরাহ এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয়ভাবে কৃষি উপকরণ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। সেচ ব্যবস্থা উন্নত ও সহজলভ্য করা হবে।

কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত করা হবে।

স্বাস্থ্য:

সবার জন্য স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই খাতে পর্যাপ্ত এবং ক্রমবর্ধমান হারে বাজেট বরাদ্দ করা হবে। বিশেষ করে গ্রামীণ ও স্বল্পবিত্তের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা আরও উন্নত করা হবে।

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে আধুনিক যুগোপযোগী ও অধিকতর জনকল্যাণমুখী করা হবে। এই লক্ষ্যে স্বাস্থ্য সেবাকে পণ্য করার বর্তমান নীতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করা হবে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রমে অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।

অতীতে বিএনপি সরকার দেশের হাসপাতালগুলিকে থানা পর্যায়ে ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যা, জেলা পর্যায়ে ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যা ১০০ শয্যা থেকে ২০০ শয্যায় উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া শুরু করে। এই প্রক্রিয়ায় জেলা সদর হাসপাতালসমূহকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করা হবে এবং সকল হাসপাতাল আধুনিকায়নসহ ঔষধপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে।

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বিএনপি সরকারের আমলে চালুকৃত সকল ইউনিয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করার কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা হবে। প্রত্যেক ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে ২ জন করে এমবিবিএস ডাক্তার নিয়োগ করা হবে।

জনগণের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার প্রয়োজন মেটাতে চিকিৎসা শাস্ত্রের সকল শাখায় দক্ষ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পদ সৃষ্টি ও হাসপাতাল নির্মাণ করা হবে।

দেশের সকল সরকারি, বেসরকারি মেডিকেল কলেজের নিবন্ধন, সমন্বিত কার্যক্রম ও চিকিৎসা সেবার মান নিশ্চিতকরণ, যথাসময়ে ও যথাযথভাবে বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ, কলেজসমূহ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় পর্যায়ে পৃথক মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে।

স্বাস্থ্য প্রশাসনকে আরও গতিশীল করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কৃষি ও কৃষক:

বিএনপি কৃষি খাতে এবং কৃষকের অবস্থা উন্নয়নের জন্য অতীতে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ঋণের বোঝা লাঘবের জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে প্রায় ২৫০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিয়ে সুদসহ পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ করা হয়েছে। পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়েছে। জাতীয় জিডিপি'তে কৃষি খাতের অবদান এখনও শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল ও দরিদ্র অংশ এখনও কৃষিকাজের ওপর নির্ভরশীল। এই খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কৃষি খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বিএনপি নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করবে:

কৃষি উপকরণসমূহ যথা– সার, উন্নত বীজ, সেচ যন্ত্র, কীটনাশক ইত্যাদির সরবরাহ এবং ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা হবে। স্থানীয়ভাবে কৃষি উপকরণ উৎপাদনের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। সেচ ব্যবস্থা উন্নত ও সহজলভ্য করা হবে।

কৃষিপণ্যের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষিত করা হবে।

কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ ও ব্যবহারের জন্য কৃষকদের শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যবস্থায় ব্যাপক কৃষি শিক্ষা ও সম্প্রসারণ কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

কৃষি খাতে অধিক বিনিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হবে। গ্রামীণ জনসাধারণের ও উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে ও অধিক হারে ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করা হবে।

একটি জাতীয় পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম গড়ে তুলে নৌ-পরিবহন ও সম্পদের প্রবৃদ্ধিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না করে কৃষি উন্নয়নের জন্য উন্নত ব্যবস্থা চালু করা হবে।

হাঁস-মুরগি, পশুপালন এবং মৎস্য চাষে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারিত করা হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও বেগবান ও মজবুত করার লক্ষ্যে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপনের জন্য সকল সাহায্য (ঋণ, কারিগরি সহযোগিতা ও প্রশিক্ষণ) প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

ভূমির গুণগত মান এবং খাদ্যশস্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা ও কৃষকের স্বার্থ বিবেচনায় রেখে রপ্তানিমুখী চিংড়ি চাষ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সমস্যা দূর করার জন্য বাস্তবধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

ধান-চাউল-গম উৎপাদনের পাশাপাশি শস্য বৈচিত্র্যকরণের কর্মসূচিকে জোরদার করা হবে। শাকসবজি, আলু, ডাল, পেঁয়াজ, রসুন ও রবিশস্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় কৃষিপণ্য এবং মৌসুমি

ফলমূলে দেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে এসব পণ্য উৎপাদন উৎসাহিত করার এবং উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাত ও দেশে বিদেশে বাজারজাতকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

কৃষক ও কৃষির সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো সুবিন্যস্ত করে যুগোপযোগী, দক্ষ ও গতিশীল করা হবে।

কৃষি ও কৃষকদের কল্যাণের জন্য কৃষি খাতে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান আবশ্যক। তাই সার, বীজ, সেচ প্রভৃতি ক্ষেত্রে কৃষককে ভর্তুকি দেয়ার বিষয় বিবেচনা করা হবে। ভর্তুকির সুফল যাতে দরিদ্র ও প্রান্তিক কৃষক অধিক হারে পায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেয়া হবে।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন:

বিগত বিএনপি সরকার খোলা জলমহালের ইজারা প্রথা বিলুপ্তির মাধ্যমে মৎসজীবী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে অন্যান্য নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশের অর্থনীতিতে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করা হয়। সেই ধারাবাহিকতায় বিএনপি অঙ্গীকার করছে যে–

দেশের সমস্ত জলমহাল, খালবিল, নদীনালা, হাওর-বাঁওড় সংস্কার করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী বন্দোবস্ত দেয়া হবে।

মৎস্যজীবীরা যাতে সহজে ব্যাংক ঋণ পায় তার ব্যবস্থা করা হবে।

মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বাস্তবমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

সমবায়:

স্থানীয় সম্পদের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থসামাজিক অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়কে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলা হবে। গ্রামীণ পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে সমবায় সমিতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

অনগ্রসর পেশাজীবীগণের কর্মসংস্থান এবং কল্যাণে সমবায় পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

সমবায় আন্দোলনকে দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগানো হবে।

সমবায়ী কৃষকদের ৫,০০০/= টাকা পর্যন্ত সমবায় কৃষিঋণের আসলসহ সুদ ও দণ্ডসুদ মওকুফ করা হবে।

ভূমি ও বনসম্পদ ব্যবস্থাপনা:

গত পাঁচ বছরে আওয়ামী লীগের শাসনামলে মন্ত্রী, এমপি ও তাদের পরিবারের সদস্যগণ এবং ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গসংগঠনসমূহের নেতাকর্মীরা সারা দেশে সরকারি জমি, জলমহাল, বনজ সম্পদ ও নিরীহ জনগণের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ নির্বিবাদে দখল ও লুট করেছে। তাদের হাত থেকে ঈদগাঁ, মসজিদ, মন্দির, গোরস্তান এবং শ্মশানঘাটও রক্ষা পায়নি। এসব অনাচার ও লুণ্ঠনের বিচার আজ গণদাবিতে পরিণত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে:

বিগত সরকারের আমলে অবৈধভাবে বরাদ্দকৃত/ দখলকৃত ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ উদ্ধার করা হবে এবং লুণ্ঠনকৃত বনজ সম্পদের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। এসব অপরাধের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

ভূমির সুষ্ঠু ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ভূমি নীতি যুগোপযোগী করা হবে।

দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের প্রভাবমুক্ত করে খাসজমি বিতরণে ভূমিহীন, বিত্তহীন, বস্তিবাসী ও আশ্রয়হীনদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

জলমহাল ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে জলমহালের প্রকৃতি ও আঞ্চলিক বাস্তবতার নিরিখে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

দেশে সুষ্ঠু প্রাকৃতিক পরিবেশ বজায় রাখার জন্য বনভূমি ব্যবস্থাপনা যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হবে। বন সম্পদ রক্ষা এবং সামাজিক ও উপকূলীয় বনায়ন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত করা হবে।

শিল্পোন্নয়ন:

যথাশীঘ্র সম্ভব শিশুশ্রমের অবসান ঘটানো হবে। সেই লক্ষ্যে কর্মজীবী শিশু, পথশিশু, দুঃস্থ ও ভাগ্যহত প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শিশু নির্যাতন বিরোধী আইনসমূহ সমন্বিত করে আরও দৃঢ়ভাবে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

দেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে। এ ব্যাপারে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আর্থিক সুবিধা, প্রশিক্ষণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা করা হবে এবং এসব ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত এলাকা গড়ে তোলা হবে।

তৈরি পোশাক শিল্পের আরও বিকাশ, উৎকর্ষসাধন, পৃষ্ঠপোষকতা, বিশেষ করে উরুগুয়ে রাউন্ড পরবর্তী চাহিদাসমূহ (যথা: অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পশ্চাদসংযোগ স্থাপন করে এই শিল্পকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা) পূরণের লক্ষ্যে বস্ত্র মন্ত্রণালয়কে পুনর্গঠিত করে বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্প মন্ত্রণালয় গঠন করা হবে।

রুগ্ণ শিল্প পুনর্বাসনের বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া হবে।

খনিজ সম্পদের ব্যবহারে সারা দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিরাট মজুদ রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ভবিষ্যতের দিনগুলিতে সারা দেশের গ্যাসের চাহিদা মেটানোর বিষয়টিতে বিএনপি সর্বেচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

বাণিজ্য:

দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও সামগ্রিক প্রবৃদ্ধির স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে মুক্তবাজার অর্থনীতি অনুসরণ করা হবে। তবে কোন অবস্থাতেই আওয়ামী লীগ সরকার অনুসৃত উন্মুক্ত সীমান্ত অর্থনীতির প্রশ্রয় দেয়া হবে না।

স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বৈদেশিক আঞ্চলিক বাজারে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা লাভের চেষ্টা করা হবে এবং এভাবে বাণিজ্য ঘাটতির প্রতিকূলতা দূর করার প্রয়াস নেয়া হবে।

দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য রক্ষা করার জন্য এবং জাতীয় অর্থনীতির স্বার্থে চোরাচালান কঠোর হস্তে দমন করা হবে। চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

খনিজ সম্পদ:

দেশের তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলন কর্মসূচি জোরদার করা হবে। সেই সঙ্গে বড়পুকুরিয়ায় কয়লা ও মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা উত্তেলনের কাজ ত্বরান্বিত করা হবে।

খনিজ সম্পদের ব্যবহারে সারা দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের বিরাট মজুদ রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ভবিষ্যতের দিনগুলিতে সারা দেশের গ্যাসের চাহিদা মেটানোর বিষয়টিতে বিএনপি সর্বেচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য সকল খনিজ পদার্থ থেকে আয় বৃদ্ধির জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পানি নীতি:

ভারতের মধ্য দিয়ে আসা বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক নদীগুলোর উজানে একতরফাভাবে পানি প্রত্যাহার করে নেয়ার ফলে বাংলাদেশ বহুবিধ সমস্যা ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মরূকরণ প্রক্রিয়া দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততার প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেচ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। নাব্যতা ও মৎস্য সম্পদ বিনষ্ট হচ্ছে। নদীর স্বাভাবিক স্রোতধারা বিনষ্ট হবার ফলে পলি জমে বাংলাদেশের নদীগুলোর পানিধারণ ক্ষমতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। শুস্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণ, নদীগুলোর নাব্যতা ও সামগ্রিক সেচ ব্যবস্থা রক্ষার জন্য বাংলাদেশে এখন পানি ব্যবস্থাপনার প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছে। এ সকল সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে জাতীয় পানি নীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংশোধন করে তাকে সময়োপযোগী করা হবে। খাল-বিল-নদী খনন ও পুনর্খনন করে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পানি সংরক্ষণ ও সেচ নীতির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে।

ভারতের সঙ্গে ত্রিশ বছর মেয়াদি চুক্তি করে আওয়ামী সরকার বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশকে গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত করার পথ করে দিয়েছে। এই চুক্তিতে 'গ্যারান্টি ক্লোজ' না থাকায় বাংলাদেশ পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে না। এই অভিজ্ঞতার আলোকে আমরা অবশ্যই চুক্তিটির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করব, যাতে করে বাংলাদেশ গঙ্গাসহ সকল নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিতভাবে পেতে পারে।

যুবসমাজ:

দেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকের বয়স ৩০ বছরের নিচে এবং তার এক বিরাট অংশই যুববয়সী। এদের অনেকেই এখন শিক্ষিত অথচ বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। অবশিষ্টদের বেশির ভাগই মূলত দরিদ্রতার কারণে সাধারণ কিংবা কারিগরি শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং কর্মহীন। এই বিরাট সম্ভাবনাময় জনগোষ্ঠী জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ পায় না। বেকারত্ব ও মানসিক পীড়নে ক্রমাগত দগ্ধ এই সম্ভাবনাময় তরুণরা ক্রমবর্ধমান হারে সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ড ও মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ছে।

এদের জন্য কর্মসংস্থান অথবা আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব মূলত রাষ্ট্রের। বিএনপি অবহেলিত ও ধ্বংসপ্রায় যুবসমাজকে উৎপাদনশীল নিযুক্ত করে জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। এ ব্যাপারে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত নীতি ও কর্মসূচি অনুসরণ করা হবে।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শ্রমিক কল্যাণে গৃহীত কমর্সূচির ধারাবাহিকতায় সকল শিল্পাঞ্চলে নিম্ন আয়ের শ্রমিক-কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে বেসরকারি উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

শ্রমিক সমাজ:

যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা ও অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন ও উন্নয়নের রাজনীতিতে বিশ্বাসী বিএনপি দেশের শ্রমজীবী জনগণের প্রকৃত কল্যাণসাধনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই লক্ষ্যে-

সুস্থ ও গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে আই.এল.ও কনভেনশনসমূহ এবং অর্থনৈতিক বিকাশের ধারার সাথে সংগতি রেখে শ্রম আইন সংস্কার ও যুগোপযোগী করা হবে।

শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা নির্ধারণের জন্যে মজুরি কমিশন গঠন করা হবে এবং সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের অদক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য জাতীয় ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হবে।

শ্রমিকদের চিকিৎসা ও তাদের সন্তানদের শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করার জন্য সকল শিল্পাঞ্চলে হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন/ সম্প্রসারণ করা হবে।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শ্রমিক কল্যাণে গৃহীত কমর্সূচির ধারাবাহিকতায় সকল শিল্পাঞ্চলে নিম্ন আয়ের শ্রমিক-কর্মচারীদের আবাসনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত মহিলা শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন ব্যবস্থা করা হবে। এ ব্যাপারে বেসরকারি উদ্যোগকে সহায়তা প্রদান করা হবে।

রিকশা, অটোরিকশা, হকার্স, ঘাট ও নির্মাণ শ্রমিকসহ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ওপর চাঁদাবাজ-মাস্তানদের অত্যাচার বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও উপজাতীয় জনগণ:

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক আদর্শ দেশ বাংলাদেশ। বিএনপি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গভীরতর করা ও সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমান অধিকার নিষ্ঠার সাথে রক্ষা করার নীতিতে বিশ্বাসী। এ বিশ্বাস থেকেই বিএনপি ঘোষণা করছে যে:

সকল ধর্মের মানুষ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং সকল ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করবে।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের সংবিধানে প্রদত্ত ধর্মীয় অধিকারসহ সকল অধিকার সর্বতোভাবে রক্ষা করা হবে। সব সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা হবে।

সংবিধানে সংরক্ষিত সংখ্যালঘুদের অধিকারসমূহ বিএনপি সুরক্ষিত করবে এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দ ও সৌভ্রাতৃত্ব গভীরতর করার অব্যাহত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

অনগ্রসর পাহাড়ি ও উপজাতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং তাদের জন্য চাকুরি ও শিক্ষাসহ সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখা হবে। তাদের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অনগ্রসর তফসিলি সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বেগম খালেদা জিয়া কর্তৃক অতীতে প্রদত্ত উপবৃত্তি কার্যক্রম সম্প্রসারিত ও পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হবে।

হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট, বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট ও খৃষ্টান কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হবে ও সেই লক্ষ্যে এই সব ট্রাস্টের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে।

এডভোকেট কালিদাস বড়াল, সমাজকর্মী আলফ্রেড সরেনসহ আওয়ামী আমলে নিহত সকল সংখ্যালঘু নেতা হত্যা এবং সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, নারী নির্যাতন, জমি দখল, মন্দির দখল, প্রতিমা ভাঙ্গা ইত্যাদি অপরাধের বিচার করা হবে।

রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ক্ষেত্র ধর্মীয় অথবা উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের প্রতি কোনরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ যাতে না হয় তা নিশ্চিত করা হবে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা:

স্বাধীনতার পর উপজাতিসমূহের জাতিসত্তা সম্বন্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের ভ্রান্ত নীতি জন্ম দেয় পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার, যার কারণে দীর্ঘ তিন যুগ ধরে বাংলাদেশে এক-দশমাংশ অঞ্চলে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই অপার সম্ভাবনাময় বিশাল এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে আওয়ামী লীগ সরকার গোপনে ও জাতীয় সংসদকে পাস কাটিয়ে সংবিধানের সাহায্যে অসামঞ্জস্যপূর্ণ যে চুক্তি করেছে তা এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এই বাস্তবতার আলোকে সমস্যাটির সংবিধানসম্মত এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি উন্নয়নের মাধ্যমে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ক্ষতির পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা এবং মানুষের জানমাল রক্ষার প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বৃক্ষনিধন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হবে এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বৃক্ষনিধনকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য করার আইন ফলপ্রসূভাবে কার্যকর করা হবে।

নির্বিচারে পাহাড় কাটা ও ইটের ভাটায় জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার বন্ধ করা হবে।

পরিবেশ:

যে জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের জন্য আমাদের সকল প্রচেষ্টা নিবেদিত, সেই জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও জীবন আজ পরিবেশ দূষণের কারণে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। ঢাকা মহানগরীর বায়ু ও শব্দদূষণের পরিমাণ এখন বিশ্বে সবচেয়ে বেশি। চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের প্রায় সব শহরের বায়ু এবং দেশের প্রায় সবগুলো নদী, নালা, খাল, বিলের পানি মারাত্মক দূষণের শিকার। পানিতে অতিরিক্ত আর্সেনিকের ফলে দেশের বিরাট জনগোষ্ঠী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। নগর-বন্দরের জনসমাজ শব্দদূষণের ফলে অকালে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এর সাথে বৃক্ষনিধন, রাসায়নিক সার, কীটনাশকের অবাধ ব্যবহার ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া গোটা দেশের পরিবেশকে বিষময় করে তুলেছে। এই অবস্থা থেকে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে জনগণকে পরিত্রাণ দেয়া না হলে অর্জিত কোন উন্নয়নই তাদের কাজে আসবে না। এই প্রেক্ষিতে বিএনপি দেশের সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে যে সব ব্যবস্থা নেবে তার মধ্যে:

দলমত নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে সম্পৃক্ত করে পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

বৃক্ষনিধন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হবে এবং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বৃক্ষনিধনকে শাস্তিমূলক অপরাধ হিসেবে গণ্য করার আইন ফলপ্রসূভাবে কার্যকর করা হবে।

নির্বিচারে পাহাড় কাটা ও ইটের ভাটায় জ্বালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার বন্ধ করা হবে।

সকল সড়ক, জনপথ ও রেলপথের পাশে বৃক্ষরোপণ করা হবে। সরকারি সকল অফিস প্রাঙ্গণ ও সম্পত্তিতে যত বেশি সম্ভব গাছ লাগানো হবে। সমগ্র উপকূলজুড়ে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে।

যানবাহনে সিএনজি ব্যবহার উৎসাহিত ও সহজলভ্য করা হবে।

যানবাহন থেকে বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার নির্গমন ও হাইড্রোলিক হর্নের ব্যবহার বন্ধ করা হবে।

রাসায়নিক সামগ্রী ব্যবহৃত হয় এমন সব শিল্প জনবসতি থেকে দূরে স্থানান্তর করা হবে এবং শিল্প বর্জ্যের বিজ্ঞানসম্মতভাবে নিষ্কশন ও সংরক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।

শহরে যানবাহন ও জনবসতি হ্রাসের লক্ষ্যে শহরের বাইরে গার্মেন্টস পল্লী ও শিল্প পল্লী নির্মাণ করা হবে।

বাস-ট্রাকের টার্মিনাল যথাসম্ভব শহরের বাইরে রাখা হবে।

শহরের যানজট নিরসনের জন্য দ্রুত ও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেয়া হবে। শব্দ দূষণ, বায়ু দূষণ ও পানি দূষণের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন যথাযথভাবে কার্যকর করা হবে এবং প্রয়োজনে কঠোরতর নতুন আইন করা হবে।
কৃষিকাজে জৈব সারের ব্যবহার উৎসাহিত করা হবে।

জাতীয় স্বার্থে পর্যায়ক্রমে সকল সরকারি-বেসরকারি অফিস-আদালত, গণপরিবহন ও বিপণিকেন্দ্রসমূহকে ধূমপানমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হবে।
পানিতে আর্সেনিক সমস্যা দূর করার জন্য অতীব জরুরি ভিত্তিতে সকল প্রকার ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং অচিরেই বাংলাদেশকে আর্সেনিকের অভিশাপমুক্ত করা হবে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক:

বাংলাদেশের মাটি ও মানুষকে ঘিরে যে সংস্কৃতি তার লালন ও বিকাশকে অবরুদ্ধ করে বিগত পাঁচ বছর বিদেশী অপসংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। বিএনপি'র লক্ষ্য থাকবে দেশীয় ঐতিহ্যের ধারক শিল্প-সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন ও উৎসাহ প্রদান। সেই উদ্দেশ্যে:

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের আলোকে আমাদের সংস্কৃতির স্বাভাবিক ও সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানো হবে। দেশীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধন এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উৎসাহ ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের মাধ্যমে সকল প্রকার অপসংস্কৃতি রোধ করা হবে।

দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসের ভিত্তিতে ইসলামী মূল্যবোধ, ইমান ও আকিদা রক্ষা ও উজ্জীবিত করা হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য সকল জাতি ও ধর্মের মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ও পরিচয় সুরক্ষা ও বিকশিত করার অবাধ সুযোগ নিশ্চিত করা হবে।

শিল্পী-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিসেবীদের প্রতিভা বিকাশের জন্য কার্যকর সুযোগ সৃষ্টি করা হবে এবং তাদেরকে বিশেষ স্বীকৃতি এ আনুকূল্য প্রদান করা হবে।

মানবাধিকার:

বিএনপি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত মানবাধিকার সম্পর্কিত সর্বজনীন ঘোষণার পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে বিশ্বাস করে এবং এই লক্ষ্যে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদসমূহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

বিএনপি জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত নারী ও শিশুর অধিকার সম্পর্কিত সকল আন্তর্জাতিক সনদের পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বিএনপি বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করবে।

গ্রামাঞ্চলে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভিজিডি প্রকল্প ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য ‘কাজের বিনিময়ে খাদ্য’ কর্মসূচি জোরদার করা হবে। গ্রামাঞ্চলে যখন কর্মসংস্থান হ্রাস পায় তখন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এসব কর্মসূচি ব্যাপক আকারে গ্রহণ করা হবে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী:

বিগত পাঁচ বছর ধরে আওয়ামী সরকার অনুসৃত ভ্রান্ত সংস্কারনীতির বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ সার্বিক অর্থনীতি অচল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আগামী দিনে জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং তার সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলা করার জন্য নিম্নোক্ত নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলা হবে:

স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহণ স্কিমের আওতায় অবসর গ্রহণকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের যথাযথ আনুতোষিক দেয়া হবে। তবে দক্ষ ব্যক্তিদের অবসর গ্রহণ নিরুৎসাহিত করা হবে।

প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণের মাধ্যমে অন্যত্র কর্মসংস্থান এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক নিয়োগ উৎসাহিত করা হবে ও সেই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদানসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য সুবিধা দেয়া হবে।

গ্রামাঞ্চলে দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভিজিডি প্রকল্প ও গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সংস্কারের জন্য ‘কাজের বিনিময়ে খাদ্য’ কর্মসূচি জোরদার করা হবে। গ্রামাঞ্চলে যখন কর্মসংস্থান হ্রাস পায় তখন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে এসব কর্মসূচি ব্যাপক আকারে গ্রহণ করা হবে।

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্য-বীমা ব্যবস্থা চালু করা হবে।

বাংলাদেশের কর্মজীবী মানুষের একাংশ পেনশনের সুবিধা পান। কিন্তু কর্মজীবী শ্রমজীবী মানুষের বিপুল অংশ তাদের কর্মজীবন শেষে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। বয়স্ক গরিব ও প্রান্তিক কৃষক এবং গ্রাম ও শহরের দিনমজুরদের অবস্থা আরও করুণ। বয়সের ভারে ন্যুব্জ এবং কর্মশক্তি নিঃশেষিত এই মানুষগুলির জীবনের শেষ প্রান্তের বছর ক'টি বিড়ম্বনা, হতাশা এবং ক্ষুধায় ভরা। এইসব প্রবীণ নাগরিকদের জীবনের আশু প্রয়োজনগুলি আংশিকভাবে হলেও মেটাবার জন্য পেনশন ব্যবস্থা চালুর বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করা হবে।

বিধবা ও বয়স্ক ভাতা ব্যবস্থা আরও সম্প্রসারিত করা হবে ও ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হবে।

বেকারদের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের কার্যকর ব্যস্থা নেয়া হবে। যাদের জন্য কোনরূপ কর্মসংস্থানেরই ব্যবস্থা নেয়া যাবে না তাদের জন্য পর্যায়ক্রমে বেকার ভাতা প্রবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে সন্ত্রাসমুক্ত জীবন যাপন করতে, দুর্নীতিমুক্ত, স্বজনপ্রীতিহীন, সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার সংগ্রামে মর্যাদার সঙ্গে অংশগ্রহণ করতে, নিজ নিজ ধর্মকর্ম নির্ভয়ে পালন করতে, এক কথায় পচনশীল সমাজ ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভ করতে, আমরা বিশ্বাস করি, আগামী নির্বাচনে আমরা দেশবাসীকে আমাদের সাথী হিসেবে পাব। বিগত পাঁচ বছরে জাতিকে যে অন্ধকারে নিপতিত করা হয়েছে, তা থেকে উত্তরণের পথ আমাদের অবশ্যই খুঁজে পেতে হবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ'তাআলা আমাদেরকে দেশ ও জাতির মঙ্গল সাধনের তৌফিক দিন।
আল্লাহ হাফেজ। বাংলাদেশ–জিন্দাবাদ।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল–জিন্দাবাদ।